পীরের কাছে বাইয়া-ত' হতে হয় কেন

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে

পীর - মুরীদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

সৈয়দ শাহ্ মোঃ বজলে রহমান

আল কেরমানী ★ আন নেযামী ★ আল চিশতী

'পীরের কাছে 'বাইয়া-ত'
হতে হয় কেন ?

(পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে পীর - মুরীদি)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সৈয়দ শাহ্ মোঃ বজলে রহমান

আল কেরমানী, আন নেযামী, আল চিশতী
মোতাওয়াল্লী ও সাজ্জাদানেশীন

' খানকায়ে কেরমানীয়া '
খুষ্টিগিরী দরগাহ্ শরীফ
পোঃ বাতিকার, বীরভূম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

গ্রন্থস্বত্ব	ঃ	মোতাওয়াল্লী ও সাজ্জাদানেশীন খুষ্টিগিরী দরগাহ শরীফ পোঃ বাতিকার, বীরভূম।
প্রকাশক	ঃ	লেখক স্বয়ং এস এস এম বজলে রহমান খুষ্টিগিরী দরগাহ শরীফ পোঃ বাতিকার, বীরভূম।
১ম প্রকাশ	ঃ	১লা মে, ২০০৪
মুদ্রক	ঃ	রং বে রং, চড়িয়াল , বজবজ, কলকাতা-৭০০১৩৭
অক্ষর বিন্যাস	ঃ	প্রলয় দাস, কালীপুর, বজবজ, কলকাতা - ৭০০১৩৭
প্রচ্ছদ	ঃ	শেখ আবু হুরাইরা ৮১ /১, চণ্ডীতলা রোড, কলকাতা - ৭০০১৩৮
হাদিয়া	ঃ	দশ টাকা মাত্র
প্রাপ্তিস্থান	ঃ	১। সৈয়দ শাহ্ মোঃ বজলে রহমান কেরমানী, নেযামী, চিশতী খুষ্টিগিরী দরগাহ শরীফ পোঃ বাতিকার, বীরভূম। ২। শেখ আব্দুল হামিদ ৮১ /১, চণ্ডীতলা রোড, পোঃ পূর্ব নিশ্চিন্তপুর, ভায়া ঃ পূজালী কলকাতা - ৭০০১৩৮ ।

All Rights Reserved By
The Mutawalli and Sazzadaneshin of the
Khustigiri Dargah Sharif Wakf Estate

pdf By Syed Mostafa Sakib

আশীর্ব্বাণী

"ইন্নাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমেলুস সালেহাতে,
উলায়েকা হুম খায়রুল বারিয়াহ"

'যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।'

— আল কোরআন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজের অধীন চন্ডীতলা রোড নিবাসী শেখ আব্দুল হামিদ আমার ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি পবিত্র কোরআন-হাদিসে 'বাইয়াত' সম্পর্কে কি আছে তা জানার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে একটি বই লিখে দিতে অনুরোধ করেন আমি তাঁর সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে এই পুস্তিকাটি লিখে দিয়েছি। এখন তিনি এই পুস্তিকাটি নিজ খরচায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছেন, এটি পড়লে সকলেই উপকৃত হবেন — সন্দেহ নেই। তাই তিনি নিঃসন্দেহে সৎ কর্মের অধিকারী ও অনেক নেকীর বা পুণ্যের মালিক। সকল আল্লাহর দরবারে আমার প্রার্থনা, আব্দুল হামিদের সৎ বাসনা সমূহ পূর্ণ হোক! আমিন!

ইতি—
বজলে রহমান কেরমানী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভূমিকা

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মক্কা নগরীর 'হেরা' পাহাড়ের গুহায় বসে যখন নবুওৎ লাভ করেন ঠিক তারপর থেকেই 'বাইয়াত' বা মুরীদ করার বা হওয়ার কাজ ধীর গতিতে শুরু হয় – তা আমরা পবিত্র কোরআন, হাদীস ও ইতিহাস থেকে সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি। হুজুর (দঃ) যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন তখনই তিনি নব্য মুসলিমদের কাছ থেকে 'বাইয়াত' বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতেন। তাঁর সারা জীবনের অধিকাংশ সময়ই 'বাইয়াত' কর্মে অতিবাহিত হয়েছে। হুজুর (দঃ) এবং তাঁর পরবর্তী খলিফা চতুষ্টয় এবং তাদেরও পরবর্তী বুজুর্গানে দ্বীনেরাও বংশ পরম্পরায়, 'খানদান - বা - খানদান' বাইয়াতের সেলসেলাহ্ চালু বা জারী রেখেছিলেন তা সর্ববাদী সম্মত মত এবং ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ । এতো গেল সমগ্র আরবদুনিয়ার কথা।

এখন ভারতবর্ষের কথায় আসা যাক। ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে যখন হযরত খাজা মোঈনউদ্দিন চিশতী (রহঃ) আজমীর শরীফে এসে অবস্থান করতে থাকেন এবং ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারে ও প্রসারে প্রথম উদ্যোগী হন, তখন থেকেই ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু হয়। অল্পকিছু কাল পরে খাজা সাহেব এবং তাঁর খলিফাদের হাতে হাত রেখে অজস্র বিধর্মী ইসলাম কবুল করতে থাকেন। এইরূপে স্বল্প কয়েক বছরের মধ্যে দূর্বার গতিতে 'বাইয়াত' বা মুরীদ হওয়ার মাধ্যমেই এদেশে ইসলাম প্রচার চলতে থাকে। এই খাজা সাহেবের ভারতবর্ষে আগমনের সময় থেকে আজ অবধি আটশ বছরের অধিককাল অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এই আটশ বছরের মধ্যে প্রায় সাতশ বছর অপ্রতিহত গতিতে 'বাইয়াত' হওয়ার কাজ এদেশে চলে এসেছে। শেষার্ধে এই মাত্র একশো বছরে তথাকথিত অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত আলেম ওলামাদের অনীহা ও বিরোধীতার জন্য 'বাইয়াত' হওয়ার অগ্রগতি হ্রাস পেতে পেতে এখন আর এব্যাপারে কোনও উৎসাহ নেই বললেই চলে।

আবার আমরা মুসলিম জনসাধারণকে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা মারফৎ অবগত করাতে চাই যে, 'বাইয়াত' হওয়া প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে কোনও তাগিদ নেই – এরূপ ধারনা এবং প্রচারণা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভ্রান্ত এবং উদ্দেশ্য প্রনোদিত তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পবিত্র কোরআন হাদিসে এবং পীর - মুর্শীদ, সুফী - দরবেশ বা অলী আউলিয়াদের মতামতের ও কার্যধারার পরিপ্রেক্ষিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

'বাইয়াত' বা 'মুরীদ' করা বা হওয়ার বিষয়ে কঠিন - কঠোর তাগিদ আছে, এবং 'বাইয়াত' বা মুরীদ করা বা হওয়া প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতা মূলক কর্ম - তা বলাই বাহুল্য। আমাদের এই কথা প্রমাণের জন্য পবিত্র কোরআন, হাদিস ও বুর্জুগানে দ্বীনের কওল বা উক্তি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উদ্ধৃত বা উল্লিখিত করে এই পুস্তিকাটি রচনা করেছি। আশা করি 'বাইয়াত' বিরোধী বা এ বিষয়ে অনীহা পোষণকারী ব্যক্তি মাত্রেই পুস্তিকাটি হাতে পেলে বুঝতে পারবেন - পবিত্র কোরআন হাদীসে এ সম্পর্কে তাগিদ কত বেশী, এবং এ সম্পর্কে কোরআন হাদীসে কিছুই নেই – এ ধরনের মনোভাব এবং এ ধরনের প্রকাশ্য উক্তি যে কতখানি ভ্রান্ত, অসত্য ও অমূলক তা সকলেই সহজেই সন্দেহাতীতভাবে জানতে ও বুঝতে পারবেন।

এই পুস্তিকা পাঠের পর প্রতিটি মুসলমান 'বাইয়াত' বা মুরীদ করতে বা হতে অনুপ্রাণীত ও উৎসাহিত হবেন – এই রূপ আশা নিয়ে বইটি মুসলিম জনসাধারণের হাতে তুলে দিলাম। উদ্দেশ্য সফল হলে পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

ইতি -

সৈয়দ শাহ্ মোঃ বজলে রহমান
কেরমানী, নেজামী, চিশতী
মোতাওয়াল্লী ও সাজ্জাদানেশীন
খুষ্টিগিরী দরগাহ্ শরীফ

১লা মে, ২০০৪
খুষ্টিগিরী ,বাতিকার,
বীরভূম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
● আশীর্ব্বানী	...	গ
● ভূমিকা	...	ঘ
১। পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে ‘ বাইয়া-ত’	...	১
২। পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে ‘পীর - মুরীদি ’	...	৮
৩। পীর - মুর্শীদের কাছে বাইয়াত বা মুরীদ হওয়ার ফায়দা বা উপকারিতা	...	১২
৪। পীরের কাছে ‘বাইয়াত’ বা ‘মুরীদ’ হওয়া প্রসঙ্গে শাহজাদা দ্বারাশিকোর মতামত	...	১৪
৫। পীর ও মুর্শীদ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি সুপ্রসদ্ধি উক্তি	...	১৬

pdf By Syed Mostafa Sakib

১

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে ' বাইয়াত '

১ম 'বাইয়াত' — আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন হেরা পাহাড়ের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাকালীন ওহী লাভ করেন বা নবুওত প্রাপ্ত হন তার ঠিক দশম বছরে হজ্জের শেষ সময়ে যখন বিদেশী হজ্জব্রতীরা একে একে মক্কা ত্যাগ করছেন ঠিক তখনই আকস্মিকভাবে আলমিনা ও আলহিরা অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী একটি ঘাঁটিতে ছয়জন মদীনাবাসীর সঙ্গে হুজুর (দঃ) -এঁর সাক্ষাৎ ঘটলো। তিনি সুযোগ বুঝে তাঁদেরকে ইসলামের মর্ম্ম বুঝিয়ে দিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁরা তাঁর কথা মদীনাতে শুনেছিলেন, তাছাড়া শীঘ্রই যে একজন নবীর আবির্ভাব হবে একথা তাঁরা ইহুদী পণ্ডিতদের মুখে শুনে শুনে বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন। তাই তাঁরা হজরতের প্রতি আকৃষ্ট হলেন ও তাঁর কাছে ইসলামের বাণী শুনে এই নতুন ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে চাইলেন। তখন হুজুর (দঃ) তাঁদেরকে 'বাইয়াত' করে নিলেন। তাঁরা পরের বছর হজ্জের সময় আরও অধিক সংখ্যায় মদীনাবাসীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে 'বাইয়াত' করে নিয়ে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দান করে গেলেন।

<u>আল 'আকাবা' র ১ম 'বাইয়াত'</u> —

পরের বছর হজ্জের সময় উক্ত ছয়জন এবং আরও নুতন সাতজন মোট ১৩ জন মদীনাবাসী মক্কার অদূরে 'আকাবা' নামক পাহাড়ী জায়গায় হজরতের সঙ্গে রাতের বেলায় গোপনে মিলিত হলেন। তাঁরা হুজুর (দঃ) - এর হাতে হাত রেখে এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন যে -

১) আমরা 'এক আল্লাহ' ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করবো না বা কাকেও তাঁর অংশী স্থাপন করবো না।
২) আমরা চুরি করবো না।
৩) আমরা ব্যভিচার করবো না।
৪) আমরা শিশু বা সন্তান হত্যা করবো না।
৫) আমরা কারও গীবত্ বা পরনিন্দা করবো না।
৬) আমরা আপনার অর্থাৎ নবীর কোন ন্যায় কাজেরই বিরোধিতা করবো না (সদা সর্বদা নবীর নির্দেশমত চলবো)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরোক্ত এই প্রতিজ্ঞা বা আনুগত্যের শপথই আকাবার ১ম 'বাইয়াত' নামে পরিচিত। এই প্রতিজ্ঞা গোপনে গ্রহণ করা হয়েছিল বলেই ইহাকে 'বায়াতুন নেসা' ও বলা হয়।

<u>আল 'আকাবা' র ২য় 'বাইয়াত'</u> —

উপরোক্ত ১৩জন শিষ্যের সঙ্গে মক্কার হজরত মোসয়াব ও আমর (আবদুল্লাহ্) নামে ২ জন শিষ্যকেও মদীনায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর পক্ষ হতে নব মুসলিমদের কাছ হতে 'বাইয়াত' গ্রহণের জন্য মদীনা পাঠানো হলো। অল্পকালের মধ্যে সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে মদীনায় দ্রুতগতিতে ইসলাম প্রচারের কাজ চলতে থাকে। এদিকে দেখতে দেখতে আরও এক বছর পার হতে চললো। হজ্জের সময় হজরত্ মোসয়াব মক্কায় এসে নবী (দঃ) কে তাঁদের কাজের সফলতার সুসংবাদ দান করলেন। এবছর মুসলমান ও অমুসলমান মিলে প্রায় পাঁচশো জন মদীনাবাসী মক্কায় হজ্জ করতে এলেন। তাঁদের মধ্য হতে ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন স্ত্রীলোক পূর্ব বন্দোবস্তমত গভীর রাতে আবার সেই আকাবার পাহাড়ের নিকট হুজুর (দঃ) - এঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। নবী করীম (দঃ) প্রথমে তাঁদেরকে কিছুটা পবিত্র কোরআনের বাণী পাঠ করে শোনালেন। অতঃপর ইসলামের উপকারিতা এবং ইসলামের মর্ম্ম কথা তাঁদেরকে বুঝিয়ে বললেন, তখন তাঁরা তাঁর হাতে হাত রেখে এই মর্ম্মে 'বাইয়াত' হলেন – " আমরা সকলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, আমাদের জীবন নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) - এঁর নামে উৎসর্গীকৃত হলো। আমরা কোন সময়েই আপনাকে পরিত্যাগ করবো না, বিপদে আপদে সকল সময় আপনাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলবো।" এই প্রতিজ্ঞার সঙ্গে আকাবার ১ম প্রতিজ্ঞার শর্ত সমূহ যুক্ত হলো। নবী করীম (দঃ) তাঁদেরকে আশ্বাস দিলেন যে, ইসলামের চরম সাফল্যের পরও অর্থাৎ মক্কা বিজিত হলে এবং মক্কার সকলেই ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করলেও তিনি মদীনা ও মদীনাবাসীদের ত্যাগ করে মক্কায় ফিরে যাবেন না। ইতিহাসে মদীনাবাসীদের এই প্রতিজ্ঞাই আকাবার ২য় 'বাইয়াত' নামে পরিচিত। ইহাকে 'বাইয়াতে আকাবা সালিসা ' বা ' ৩য় ঘাঁটির বাইয়াত' ও বলা হয়ে থাকে। অতঃপর 'বাইয়াত' কার্য্য শেষ হলে নবী করীম (দঃ) মদীনায় ইসলাম প্রচারের জন্য এবং তাঁর পক্ষ হতে 'বাইয়াত' গ্রহণের জন্য ১২ জন লোককে তাঁর খলিফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে দেন, ইঁহারাই 'নকীব' নামে সুপরিচিত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুদায়বিয়ার 'বাইয়াত' —

আল আকাবার 'বাইয়াত' এর ন্যায় হুদায়বিয়ার 'বাইয়াত'- ও ইসলামের ইতিহাসে সুপরিচিত ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হুজুর (দঃ) মক্কা হতে মদিনায় 'হিজরতে'র পর এবং মদীনায় অবস্থান কালে মক্কায় তথা বিশ্বের অন্যত্রও ইসলাম প্রসারে ও প্রচারে সচেষ্ট হলেন। তদানুসারে ৬ষ্ঠ হিজরীতে অর্থাৎ ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের জিলকদ মাসে ১৪০০ সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মক্কার পথে যাত্রা শুরু করলেন এবং কয়েক দিন পর মক্কা হতে ৯ মাইল দূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে উপনীত হলেন। সংবাদ পেয়ে মক্কার লোকেরা বিশেষতঃ কোরেশরা পথ অবরোধ করে দাঁড়ালো। তারা তাঁদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে রাজী হলো না। তখন হুজুর (দঃ) হযরত্ ওসমান (রাঃ) মারফত মক্কায় বলে পাঠালেন - " আমরা যুদ্ধ করার জন্য আসিনি 'ওমরা'র বা ধর্ম্ম কাজের অনুষ্ঠান শেষ হলেই আমরা মদীনায় ফিরে যাবো। " কিন্তু মক্কাবাসীরা হজরত্ ওসমান (রাঃ) কে কয়েক দিন যাবৎ আটকে রাখলো। এদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, মদীনায় কোরেশ সম্প্রদায় হজরত্ ওসমান (রাঃ) কে হত্যা করেছে। হুদায়বিয়ায় অবস্থানকারী মুসলমানেরা ইহাতে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তখন হুজুর (দঃ) একটি ছায়া শীতল বৃক্ষের নীচে বসে একে একে ১৪০০ সাহাবার নিকট হতে 'বাইয়াত' বা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। তাঁরা হুজুর (দঃ) -এঁর হাতের উপর হাত রেখে 'বাইয়াত' বা অঙ্গীকার বদ্ধ হলেন - " আমরা যুদ্ধে কখনই পশ্চাদপথ না হয়ে শত্রুর সঙ্গে জেহাদ বা ধর্ম্ম যুদ্ধ করে যাবো এবং শত্রুর আক্রমণ হতে সর্ব্বোতোভাবে হুজুর (দঃ) কে সাহায্য ও সহযোগিতা করে চলবো। প্রয়োজন হলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবো না।" এই শপথই 'বাইয়াতুর রেজওয়ান ' (বা বাইয়াতে রিদওয়ান) নামে খ্যাত। এই 'বাইয়াত' কে লক্ষ্য করেই আল্লাহ্পাক পবিত্র কোরআনে বলেছেন —

১) " ইননাল লাযীনা ইয়োবা - এয়ূনাকা ইননামা ইয়োবা - এয়ূনাল্লাহ্, ইয়াদুললাহে ফাওকা আইদিহিম ফামান নাকাসা ফা - ইননামা ইয়ানকোসো আলা নাফসেহী, ওয়া মান আওফা বেমা আহাদা আলায়হুললাহা ফাসা ইয়ূতিহে আজরান আযীমা । "

অর্থাৎ- 'অবশ্যই যারা তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে তারা প্রকৃত পক্ষে আল্লারই কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে, আল্লার হাত তাদের হাতের উপর, (অর্থাৎ আল্লাহ্ ওদের শপথের সাক্ষী)। অতএব যারা উহা ভঙ্গ করে তারা

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাদের নিজেদেরই ক্ষতি করে। আর যারা তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে আল্লাহ্ তাদেরকে বিরাট পুরস্কার দান করেন।'

— ৪৮ নং সুরা ফাতাহ্, আয়াত - ১০

হুদায়বিয়ার এই 'বাইয়াত' কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্পাক আরোও বলেছেন,

২) " লাকাদ রাদে ইয়াললাহো আনেল মুমেনিনা এযইয়োবাএয়ূনাকা তাহতাশ শাজারাতে ফাআলেমা মাফি কোলুবেহীম ফা আনজালাস সাকিনাতা আলায়হিম ওয়া আসাবাহুম ফাতহান কারীবা। "

অর্থাৎ –' বিশ্বাসীরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট তোমার বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ করলো তখন আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ঠ হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন, তাদের তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদের জন্য স্থির করলেন আসন্ন বিজয় । '

— ৪৮ নং সুরা ফাতাহ্, আয়াত - ১৮

এক্ষনে এই আয়াত দুটি থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারছি যে, 'বাইয়াত' করা বা 'বাইয়াত' হওয়া আল্লাহ্পাকের কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় কার্য্য। আল্লাহ্ ও আল্লার রসুল (দঃ) যে কাজকে পছন্দ করেছেন সেই কাজটিকে আমরা কখনই পরিত্যাগ করতে পারি না। এই প্রকার পছন্দসই ও পূণ্যদায়ক কাজকে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে চলেন অথবা এর পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন - হাদীসে কিছুই নেই বলেন তারা নিসন্দেহে ভুল বা অন্যায় করেন। আর এ জন্যই আমাদের 'বুজুর্গানে - দ্বীনে' রা 'বাইয়াত' কার্য্যকে অবজ্ঞা না করে অত্যন্ত নিষ্টার সঙ্গে ইহা পালন করে এসেছেন এবং এখনও করেন।

এই আয়াত দুটি ছাড়াও পবিত্র কোরআনের অন্যত্র অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় স্ত্রী - পুরুষ নির্ব্বিশেষে 'বাইয়াত' হওয়া বা করা যে পূণ্যদায়ক কার্য্য তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুরা মুমতাহানায় উল্লিখিত আছে যে, " ইয়া আইওহান নাবীও! এযা জায়াকাল মুমেনাতো ইয়োবা এয়ুনাকা আলা আল লাইয়োশ - রেকনা বিল্লাহে শাইয়াঁও, ওয়ালা ইয়াসরেকনা, ওয়ালা ইয়াযনিনা, ওয়ালা ইয়াকতুলনা আওলাদাহুন্না, ওয়ালা ইয়াতিনা বেবোহতানিই ইয়াফতারিনাহু বায়না আইদিহিন্না, ওয়া আরজোলোহিন্না ওয়ালা - ইয়াসিনাকা ফি মারুফিন যগবাইয়েহুন্না ওয়াস তাগফের লাহুন্নাল লাহা, ইননাললাহা গাফুরুর রাহিম ।"

অর্থাৎ - হে নবী ইমানদার বা বিশ্বাসী স্ত্রী লোকেরা যখন তোমার নিকট বাইয়াত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে এসে বলে যে, তারা আল্লার সঙ্গে কোন অংশী

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্থাপন করবে না, চুরি করবে না ও ব্যভিচার করবে না এবং তাদের হাত পা দ্বারা কোনও প্রকার অপবাদ সৃষ্টি করবে না এবং সৎ কাজে তোমাকে অমান্য করবে না তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লার কাছে ক্ষমা প্রার্থণা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

— সুরা মুমতাহানা, আয়াত – ১২

পূর্ব্বোক্ত ' সুরা ফাতাহ্ ' র আয়াতের দ্বারা 'বাইয়াত' কাজকে আল্লাহ্পাক অনুমোদন দান করেছেন, আর সুরা মুমতাহানার এই আয়াতের দ্বারা কিভাবে 'বাইয়াত' করতে হবে বা হতে হবে তার একটা পরিষ্কার অথচ সংক্ষিপ্ত নিয়ম আমাদের কে জানিয়ে দিয়েছেন এবং বাইয়াতে কি কি প্রতীজ্ঞা করতে হয় তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর শুধু পুরুবেরা নয়, স্ত্রীলোকেদেরও 'বাইয়াত' এ আবদ্ধ হওয়া যে দরকার তাও এই আয়াতের দ্বারা আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে অবগত করিয়েছেন ।

পবিত্র কোরআনের এই সমস্ত বাণী অনুসারে স্ত্রী - পুরুব নির্ব্বিশেবে আমাদের উভয়ের পক্ষেই সমভাবে 'বাইয়াত' হওয়া যে একান্ত প্রয়োজন তা আমাদের বুঝতে দেরী হওয়ার কথা নয়। পবিত্র কোরআনের এই সুস্পষ্ট বাণীকে এড়িয়ে চলা এবং 'বাইয়াত' -এর বিরুদ্ধাচারন করা বা বিরূপ মনোভাব পোষণ করা এবং বিরূপ মন্তব্য করা বা বিরূপ সমালোচনা করা অবশ্য অবশ্যই প্রতিটি মুসলমানের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

এতো গেল পবিত্র কোরআন থেকে 'বাইয়াত' সম্পর্কে প্রমাণ। যারা মনে করেন বা বলেন যে, পবিত্র কোরআনে 'বাইয়াত' সম্বন্ধে কিছুই নেই তারা যে কি বিরাট ভুল করেন তা এখানে সহজেই প্রমাণিত হচ্ছে। উপরোক্ত তিনটি আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, ওদের কথা ঠিক নয় । শুধু ঠিক নয় বললেই হয় না বরং বলা উচিত পবিত্র কোরআনে কি আছে না আছে তা না জেনে ওরা যে মিথ্যা কথা বলেন, বিশেব করে কোরআনের কথা তুলে বা কোরআনে কোথাও এবিষয়ে কিছু নেই বলে আল্লাহ্র কথাকে উড়িয়ে দিতে চান এবং গোনার বা পাপের অধিকারী হন তাতে কোনও সন্দেহ নাই। আশা করি আমার এই উদ্ধৃতি, অর্থ ও ব্যাখ্যা করার পর আর কেউ এরূপ মন্তব্য করতে সাহস করবেন না।

এরপর হাদীসের প্রশ্নে বা কথায় আসা যাক। যে সমস্ত ব্যক্তি 'বাইয়াত' হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে কিছুই নাই বলেন তাদেরই আবার সমপর্য্যায়ভুক্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিছু কিছু ব্যক্তি এরূপ উক্তিও করে থাকেন যে, 'বাইয়াত' সম্বন্ধে হাদীসেও কিছু নেই। এদের বক্তব্যে সকল মানুষই বিভ্রান্ত হন এবং বিশ্বাস করে ফেলেন যে, ঐ সমস্ত ব্যক্তির বক্তব্য অনুসারে বাস্তবিকই হয়তো 'বাইয়াত' সম্পর্কে কোরআনেও কিছু নেই, হাদীসেও কিছ নেই, এটা হয়তো পীর সাহেবদের মন গড়া কথা বা নিজেদের কাজকে চালু রাখার জন্য ফন্দি - ফিকির ।

বিভিন্ন সংখ্যক হাদীস গ্রন্থের মধ্যে ৬ (ছটা) গ্রন্থ - যথা বোখারী শরীফ, মোসলেম শরীফ , তিরমিজী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসায়ী শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ বিশেষ উল্লেখযোগ্য হাদীস গ্রন্থ। এই ৬টা হাদীসকে সিয়া সাত্তাহ বলা হয়। এই হাদীস গ্রন্থ গুলোর মধ্যে যে বোখারী শরীফ হাদীসের স্থান পবিত্র কোরআনের পরেই সেই বোখারী শরীফের হাদীস থেকে একটা বাণী তুলে ধরলেই ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের উক্তি যে মিথ্যা তা সহজেই প্রতিপন্ন হবে। পবিত্র কোরআনে উপরোক্ত সুরা মুমতাহানার আয়াতকে সুদৃঢ় করার জন্য বোখারী শরীফের এই হাদীসটির উল্লেখ পাওয়া যায় —

" আন ওব্বাদাতা দাতাবনেস সামেতে ওয়াকানা শাহেদা বাদরান ওয়া হুয়া আহাদুন নোকাবায়ে লায়লাতাল আকাবাতে আন্নারাসুলাল্লাহে সাল্লাললাহো আলায়হে ওয়া সাল্লামা, কালা ওয়া হাওলাহু এসাবাতুন মিন আসহাবেহী বা এয়ূনী আলা আল লাতুশরেকু বিললাহে শাইয়ান ওয়ালা তুসরেকু, ওয়ালা তাজনু, ওয়ালা তাকতুলু আওলাদাকুম, ওয়ালা তাতু বেবোহতানে তাফতারুনাহু বাইনা আইদিকুম ওয়া আরজোলেকুম ওয়ালা তাসাও ফি মারুফিন ফামান ওয়াফা মিনকুম ফা আজরোহু আলাললাহে ওয়ামান আসাবা মিনযালেকা শাইয়ান ফাউকেবা ফিদদুনিয়া ফাহুয়া কাফ্ফারাতুন লাহু ওয়ামান আসাবা মিন যালেকা শাইয়ান সুম্মা সাতারাহুল লাহু ফাহুয়া এলাললাহে ইন শাআ আফাআনহু ওয়া ইনশাআ আকাবাহু ফাবাইয়ানাহু আলা যালেকা। "

অর্থাৎ - হযরত উব্বাদাহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন এবং তিনি ওকাবার 'বাইয়াত' গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। নিশ্চয় হুজুর (দঃ), বলেছেন যে, সেই সময় তাঁর পাশে বহু সাহাবা বা সহচর উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁর নির্দেশ – "তোমরা এই শর্তে আমার কাছে 'বাইয়াত' (দীক্ষা) গ্রহণ কর যে, তোমরা কোনও বিষয়ে আল্লার শরীক করবে না, চুরি করবে না, জেনা (ব্যভিচার) করবে না, নিজ সন্তানদের হত্যা করবে না, কাকেও তোহমত দিবে না বা প্রকাশ্যে দোষারোপ করবে না এবং আমার (অর্থাৎ নবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিম (দঃ) - এঁর) ভালো কাজের বিরোধিতা করবে না। যে ব্যক্তি ঐ সকল বিষয় পূর্ণ করবে সে তার সুফল আল্লার কাছ হতে পাবে। আর যে ব্যক্তি ঐ সকল বিষয়ে বা পাপাচারে লিপ্ত হবে তারা পৃথিবীতেই শাস্তি লাভ করবে। তাহাই হবে উহার কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) আর যদি কেউ ঐ কুকর্মগুলিতে লিপ্ত হওয়ার পরও গোপন করে তাহলে উহা আল্লার নিকট সমর্পিত হবে – আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে তাকে (পরকালে) শাস্তি দিতে পারেন"। অতঃপর আমরা ঐসব বিষয়ে 'বাইয়াত' (দীক্ষা) গ্রহণ করেছিলাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে 'পীর মুরীদি'

অনেকে এই প্রকার ধারণা পোষণ করেন এবং মুখে বলে থাকেন যে, পীর ধরার আবার কি প্রয়োজন ? পবিত্র কোরআনে ও হাদীসে যখন সরাসরিভাবে পীর ধরার কোন নির্দেশ নেই তখন পীর ধরতে যাবো কেন ?

তাঁদের এই প্রকার ধারণা ও উক্তি যে, একেবারেই অমূলক ও অপরিণত জ্ঞানের পরিচয় তা বলাই বাহুল্য। কেননা পবিত্র কোরআন - হাদীসে পীর ধরার নির্দেশ নেই – একাথাটা ঠিক নয়। আরবী শব্দ 'শায়েখ, মুর্শীদ ও ওলী ইত্যাদি কথাগুলো পবিত্র কোরআন - হাদীসে অবশ্যই আছে। আমরা ভারতীয়রা ফার্সী 'পীর' শব্দ অধিক ব্যবহার করে আসছি অর্থাৎ পীর কথাটার প্রচলন এদেশে খুব বেশী। অবশ্য আরবী মুর্শীদ কথারও এদেশে কিছু প্রচলন আছে। আরবী 'শায়েখ আদি' কথাগুলোর এদেশে প্রচলন নেই বললেই চলে। তার কারণ নিশ্চয়ই অনেকেরই জানা আছে। ভারতে মুসলমানের রাজত্ব যাঁরা কায়েম করেছিলেন সেই বাদশাহ বা সুলতানরা এবং যাঁরা ইসলাম ধর্ম্ম এখানে প্রচার করেছিলেন সেই সুফী বা দরবেশরা অধিকাংশই ছিলেন ফার্সী ভাষাভাষী। তাই এদেশে ফার্সী ভাষা ও ফার্সী শব্দের ব্যবহার ছিল বহুল ও ব্যাপক। ইহা ছাড়াও এই 'পীর' শব্দটির ব্যবহার এদেশে এত বেশী হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, পারস্য দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পীরেরাই এদেশে অধিক সংখ্যায় এসেছিলেন এবং ইসলাম প্রচারের মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাই 'পীর' কথাটাই আমাদের মধ্যে অধিক প্রচলিত ও সমধিক পরিচিত।

এটা অত্যন্ত সোজা কথা যে কোন বিষয়ে শিক্ষার জন্য একজন মাষ্টার বা শিক্ষকের, একজন ওস্তাদ বা গুরুর দরকার। তদুপরি আল্লাহ্ পাকের 'তাকাররাব' বা নৈকট্য অর্জ্জনের মতো একটি কঠিন বিষয়কে তথা ধর্ম্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে আয়ত্ব করতে হলে এবিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী একজন সাহায্যকারীর অবশ্যই প্রয়োজন। তাই সেই শিক্ষালাভের জন্য একজন Master বা গুরু, Guide বা পথপ্রদর্শক যে একান্ত আবশ্যক তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একেই আমরা 'পীর ও মুর্শীদ' বলে থাকি ।

পবিত্র কোরআনে তাঁকে কোথাও ' নিয়ামত প্রাপ্ত বা অনুগ্রহ - প্রাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যক্তি ' কোথাও ' সালেহীন বা সাদেকীন ' অর্থাৎ সাধু বা সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি আবার কোথাও 'ওয়াসিলা' বা 'মাধ্যম' কিংবা 'উলিল আমর' বা ' আদেশ কর্ম্মের যোগ্য নেতা' অথবা 'আনাবা এলাইয়া' বা 'আমার দিকে অভিমুখী' আবার কোথাও ' ওলী ও মুর্শীদ ' ইত্যাদি বলা হয়েছে।

যথা – (১) " ইহদেনাস সেরাতিল মুসতাকিমা,
সেরাতাল লাযিনা আন আমতা আলায়হিম। "

অর্থাৎ – ' আমাদেরকে সরল ও সঠিক পথে চালাও , তাঁহাদের পথে যাঁহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ ' (যাহারা তোমার নেয়ামত লাভ করিয়াছে)।

— সুরা ফাতেহা

(২) " ওয়া ম্যায় ইয়োতীয়াল্লাহা ওয়ার রাসুলা ফা উলায়েকা মায়ালাযিনা আন আমাল্লাহো আলায়হিম মিনান নাবীনা ওয়াস সিদ্দিকীনা, ওয়াশ শোহদায়ে ওয়াস সালেহীন, ওয়া হাসোনা উলাএকা রফিকা ।"

অর্থাৎ – ' যাহারা আল্লাহ্ ও রাসুলের আনুগত্য করে তাহারা আল্লার অনুগৃহীত ব্যক্তিদের সঙ্গী হইবে, তাহারা হইতেছে নবী ও সিদ্দিক ও শহীদ ও সালেহ, নিশ্চয় তাহারা উত্তম সঙ্গী ।'

— সুরা নেশা, আয়াত - ৬৯

(৩) " ইয়া আইয়োহাল লাযিনা আমানুত তাকুল্লাহা
ওয়াবতাগু এলায়হিল ওয়াসিলাহ । "

অর্থাৎ – ' হে ইমানদারগণ ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থের সন্ধান কর ।'

— সুরা মায়েদা , আয়াত – ৩৫

(৪) " ইয়া আইয়োহাল লাযিনা আমানু আতিউললাহা
ওয়া আতিয়ুর রাসুলা ওয়া উলিল আমরে মিনকুম । "

অর্থাৎ – ' হে বিশ্বাসীবৃন্দ ! আল্লাহ্ , রাসুল ও আদেশ দেওয়ার যোগ্য নেতৃবৃন্দের আনুগত্য কর ।'

— সুরা নেশা, আয়াত - ১৫

(৫) " ইয়া আইয়োহাল লাযিনা আমানুত তাকুল্লাহা ওয়া
কুনু মায়া'স সাদেকীন । "

অর্থাৎ — ' হে বিশ্বাসস্থাপনকারীগণ ! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যা শ্রয়ীগণের সঙ্গী হও ।'

— সুরা তওবা, আয়াত - ১১৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৬) " ওয়া মায় ইউদলেল ফালান তাজেদালাহু
ওয়ালীয়াম মুর্শীদা।"

অর্থাৎ — 'পথ ভ্রষ্টেরা ওয়ালী - মুর্শীদ বা অভিভাবক ও পথ প্রদর্শক পাইবে না।'

এই আয়াতগুলোতে যে সমস্ত বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে বা যে সব গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে সেগুলো যে একান্তভাবে পীরের প্রতি প্রযোজ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে, পীর - মুর্শীদরাই ঐ সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকেন। ঐ সব গুণের গুণান্নীত ব্যক্তিদেরকেই আমরা ফার্সী ভাষায় পীর বলে থাকি। পক্ষান্তরে যাঁরা খাঁটি বা হাক্কানী পীর হতে চান (ভ্যাজাল বা বে-শরা ফকীর নহে) তাঁদেরকে পবিত্র কোরআন বর্ণিত সরল ও সঠিক পথের পথিক হতে হবে, সালেহ ও সাদেক বা সাধু ও সত্যাশ্রয়ী হতে হবে, নিজের বার - ভিতর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং 'আল্লাহ্' নামের 'যেকের - ফেকেরে' ও 'এবাদত বন্দেগী ' তে মশগুল থাকতে হবে। সুতরাং পবিত্র কোরআনে 'পীর ধরতে বলা নেই' বা 'পীরের কোনো কথাই নেই' - এরূপ ধারণা যাঁরা পোষণ করেন তারা নিশ্চয়ই ভুল করেন।

উপরোক্ত 'আয়াত' গুলির সার-সংক্ষেপ অনুযায়ী এক্ষণে আমাদেরকেও আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রদর্শিত সরল ও সঠিক পথে চলতে হবে এবং সেই পথের পথিক 'নবী' সিদ্দিক, শহীদ ও সালেহদের সঙ্গী হতে হবে এবং ওয়াসিলাহ্ অবলম্বন করে 'মোত্তাকী' বা পরহেজগার হতে হবে, আর এই সমস্ত নেতৃ-বৃন্দের তথা সত্যাশ্রয়ী ও আল্লাহ্ অভিমুখী ব্যক্তিদের যাঁরা নিজেদের বার-ভিতর পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রেখেছেন, আপন প্রভুর নামে যেকেরে ও নামাজ পাঠে মগ্ন থেকে সাফল্য অর্জ্জন করেছেন এবং সকাল - সন্ধ্যায় আল্লার প্রশংসায় বা 'ওজিফা-অযায়েফে' কাল কাটিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে আমাদের দৃঢ় সংবদ্ধ থাকতে হবে। আর তা যদি না থাকি তবে ওলি ও মুর্শীদ গণের তথা সালফে - সালেহীনের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে পথ ভ্রষ্ট রূপে চিহ্নিত থেকে যাবো।

পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত সারমর্ম্ম থেকে 'পীর' যে ধরতেই হবে এটা আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। সুতরাং পীর ধরা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে যে, কোন কথা - ই নেই এরূপ ভ্রান্ত উক্তি আশাকরি এখন আর কেউ করতে পারবেন না। এখন তাঁদের সে ভুল ধারনার অবসান ঘটবে। পবিত্র কোরআনের বনি ইসরাইল সুরার ৭১ নং আয়াতে আরও উল্লিখিত আছে –

pdf By Syed Mostafa Sakib

'ইয়া ওমা নাদউ কুল্লা ওনাসিন বে-এমামেহিম।'

অর্থাৎ - 'স্মরণ কর সেদিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ওদের নেতা সহ আহ্বান করবো।' এস্থলে আমরা ইমাম বা নেতা বলতে 'পীর - মুর্শীদ' কেই বুঝি।

অবশ্য পবিত্র কোরআনে বহু বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে লিপিবদ্ধ আছে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে সহজবোধ্য নাও হতে পারে। বহু কিছু সম্বন্ধে এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে Theoritical Knowledge বা তাত্ত্বিক জ্ঞান দান করে আর Theory - Practical এর ন্যায় ব্যবহারিক বা বাস্তবে 'হাতেকলমে কাজের মত' সহজবোধ্য, সরল ও বিস্তারিত নহে, তাই পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত সেই সমস্ত বিষয়ের ব্যবহারিক ব্যাখ্যা পেতে হলে আমাদেরকে অন্য পুস্তকের সাহায্য নিতেই হয়। আর এজন্যই আমরা 'তফসীরে'র সন্ধান করি, করি মহানবী হযরত মহাম্মদ (দঃ) এঁর 'সুন্নাতে' র বা আদর্শের অনুসন্ধান। পবিত্র কোরআনের সমূদয় বিষয় বুঝতে হলে মহানবীর জীবন - চরিত ও তাঁর বাণীর তথা হাদিসের অনুশীলন একান্ত দরকার। 'ওহী 'র মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ পাক কোরআনকে মহানবীর উপর অবতীর্ণ করলেন, আর মহানবী (দঃ) তাঁর জীবন - চরিতের মধ্য দিয়ে কোরআনের ব্যবহারিক ব্যাখ্যা আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। এক সময় একজন সাহাবা উম্মুল মুমেনিন, হযরত আয়েষা (রাঃ) - র কাছে নবী করিম (দঃ) এঁর চরিত্র সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'তোমরা কি কোরআন পড় না ? পবিত্র কোরআনইতো তাঁর জীবন চরিত ।' বাস্তবিকই প্রিয় নবী (দঃ) এঁর জীবনই হচ্ছে পবিত্র কোরআনের মূর্ত্তিমান প্রতিচ্ছবি, বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা বিস্তারিত 'তফসীর'। তাই পীর - মুরীদির বিষয় বুঝতে হলে তার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান আহরণ করতে হলে শুধু পবিত্র - কোরআনের তত্ত্বের উপর নির্ভর করলে তথা সেখানে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট উক্তির খোঁজ করলে চলবে না, মহানবীর হাদিস ও তাঁর বিস্তৃত জীবনাদর্শের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। আর সেই সাথে সাথে 'এজমা - কেয়াস' কি বলে সেটাও জানতে - বুঝতে হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩

পীর - মুর্শীদদের কাছে ' বাইয়াত ' বা মুরীদ হওয়ার ফা়য়দা বা উপকারিতা

(১) হযরত খাজা ওসমান হারুণী (রহঃ) ও হযরত খাজা মোঈনউদ্দিন চিশতী (রহঃ) র ঘটনা –

তাযকেরাতুল আউলিয়া গ্রন্থে হযরত খাজা হারুণী (রহঃ) এর জীবন চরিত অধ্যায়ে খাজা মোঈনউদ্দিন চিশতী (রহঃ) এবং তাঁর জনৈক পীর ভাই সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ ঘটনার বিবরণ উল্লিখিত আছে।

এক সময় খাজা ওসমান হারুণী (রহঃ) এর মুরিদ ও খাদেমগণের মধ্যে একজন ব্যক্তির খানকাহ্ শরীফে মৃত্যু হলে আমি (খাজা মোঈনউদ্দিন চিশতী (রহঃ)) হরত হারুণীর সঙ্গে তাঁর খাদেমের জানাজায় শরিক হলাম।

হজরত খাজা ওসমান হারুণী (রহঃ) সেই জানাজার নামাজে ইমামতির জন্য দাঁড়ালেন, অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে আমিও তাঁর পিছনে মোক্তাদি হিসাবে দাঁড়ালাম। অতঃপর মৃতদেহ কবরস্থ করা হল। সকলেই কবরে মাটি দিয়ে দোয়া -দরূদ পাঠ করে চলে গেলেন। কিন্তু আমি দীর্ঘ সময় ধরে চোখ বন্ধ করে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোওয়া - দরূদ পড়তেই থাকলাম। বেশ কিছু সময় পরে দেখতে পেলাম কবরটি খুলে গেল এবং ' মুনকির - নাকির ' নামক ভীষনাকৃতির দুইজন ফেরেস্তা সেই কবরে উপস্থিত হয়ে মৃত ব্যক্তিকে উঠিয়ে ' সওয়াল জবাব ' শুরু করলেন –

" মান রাব্বোকা, মান নাবীওকা, মা দ্বীনো কা , মান কুনতো তাকুলো হাক্কা হাযার রাজুলো । "

অর্থাৎ - তোমার প্রতিপালক কে ? তোমার নবী কে ? তোমার ধর্ম্ম কি ? বল প্রকৃতপক্ষে এই পুরুষটি কে ? ইত্যাদি ।

কিন্তু হযরত হারুণীর মুরীদ কোনও উত্তরই দিতে পারলেন না, তিনি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, তখন ফেরেস্তা দুজন তাকে গদা হাতে প্রহারের জন্য উদ্দ্যত হলেন। ঠিক সেই সময় খাজা হারুণী (রহঃ) সেখানে বিস্ময়করভাবে উপস্থিত হয়ে আপন মুরীদকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ফেরেস্তাদের বললেন–

pdf By Syed Mostafa Sakib

" দাঁড়াও, দাঁড়াও ! এ ব্যক্তি আমার মুরীদ — একে মেরোনা, ছেড়ে দাও।"

ফেরেস্তারা বললেন এব্যক্তি আপনার যথার্থ মুরীদ বা ভক্ত ছিল না। সে সর্বদায় আপনার হুকুমের খেলাপ কাজ করে এসেছে। সুতরাং এ ব্যক্তি আযাবের বা কঠোর শাস্তির উপযুক্ত। হযরত হারুণী (রহঃ) বললেন, তোমাদের কথা খুবই সত্য, এতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার এই মুরীদ নিজেকে আমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে গৌরব অনুভব করতো। হযরত হারুণী (রহঃ) র কথা শেষ হতে না হতেই আল্লাহ্পাকের তরফ থেকে গায়েবী আওয়াজ এলো –' হে ফেরেস্তাদ্বয় আমার বন্ধু ওসমান হারুণীর খাতিরে ওকে ছেড়ে দাও, আমি ওকে মাফ করে দিলাম ' (সোবহানল্লাহ্)।

এই চমকপ্রদ ঘটনা থেকে আমরা নিঃসংশয়ে জানতে পারি যে, পীরের কাছে মুরীদ হওয়ার কারণে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আরও জানতে পারছি যে, মুরীদরা যদিও তাদের পীরের আদেশ নিষেধ ঠিকমতো প্রতিপালন করতে বা আল্লাহ্ তা'লার এবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত হতে সক্ষম হন না, তবুও আল্লাহ্ওয়ালা বক্তির সঙ্গে তথা পীর মুর্শীদদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত থাকার কারণে কবরের তথা পরলোকের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং পীরমুর্শীদেরা তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত থাকার কারনে তাদের মুরীদদের সবরকম দোষ ত্রুটি মাফ করে থাকেন এবং স্নেহ, ভালোবাসা বা অনুগ্রহ প্রদর্শনে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন না।

এই ঘটনা থেকে অতি সহজে বোঝা যায় যে, পীরের কাছে মুরীদ হওয়া কতবেশী প্রয়োজন এবং বাইয়াতের ফায়দা বা উপকারিতা কত অধিক ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৪

পীরের কাছে বাইয়াত বা মুরীদ হওয়া প্রসঙ্গে শাহ্জাদা দ্বারাশিকোর মতামত —

বাদশাহ্ শাহ্জাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র শাহ্জাদা দ্বারাশিকো তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ ' সফিনাতুল আউলিয়া ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর বয়স যখন বিশ বছর, তখন তিনি মারাত্মক অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। পিতা শাহ্জাহান পুত্রের সুচিকিৎসার জন্য বহু ডাক্তার, বৈদ্য, হাকিম, কবিরাজ অর্থাৎ চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করলেন না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, রোগ আরগ্যের কোন লক্ষণই যখন দেখা গেল না তখন বাদশা শাহ্জাহান তাঁর পুত্র দ্বারাশিকোর হাত ধরে সে যুগের প্রখ্যাত পীর ও মুর্শীদ হযরত মিয়া মীর ফারুকী (রহঃ) র দরবারে নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন।

শাহ্জাহান পীর সাহেবকে বললেন, ' আমার পুত্র এই দ্বারাশিকো কঠিন অসুখে ভুগছে, বহু চিকিৎসা করালাম, কিন্তু কোনই ফল হল না। এখন আপনার শরনাপন্ন হয়েছি। আপনি মেহেরবাণী পূর্ব্বক অনুগ্রহ দৃষ্টি দান করুন যেন আল্লাহ্পাক একে আরোগ্য দান করেন। '

হযরত তাঁর খাদিম মারফৎ এক পেয়ালা পানি আনিয়ে দম করে দিলেন। আর সেই দম করা পানি পান করে আমি (দ্বারাশিকো) অলৌকিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থতা বোধ করতে লাগলাম। আমার যেন সমস্ত রোগ সেই নিমেষে শরীর ও মন থেকে উধাও হয়ে গেল। আমি আমার পিতার সঙ্গে রাজ দরবারে ফেরার পর লক্ষ্য করলাম অতি অল্প দিনের মধ্যে আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো হয়ে গেল এবং সকলে তা দেখে হযরত মিয়া মীরের প্রসংশায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

আমাদের এই বর্ত্তমান যুগে আমরা সকলেই লক্ষ্য করছি প্রতিটি মুসলমান নিজেদেরকে কাদেরীয়া , চিশতিয়া, সোহরাওর্য়াদিয়া প্রভৃতি কোন না কোন পীর সেলসেলার সঙ্গে যুক্ত আছে বা সংযুক্ত হয় – এই কারণে যে, সকলেই বিশ্বাস করেন পীর সেলসেলার সঙ্গে সংযুক্ত থাকার কারণে অর্থাৎ কোন একজন পীরের কাছে মুরীদ বা বাইয়াত হওয়ার জন্য ইহলোকের ও পরলোকের জীবন সুন্দর ও স্বার্থক হয় এবং ঈমাণ মজবুত হয়। প্রতিটি মানুষই সে সাধারণ লোকই হোক বা আমার ন্যায় রাজ পুরুষই হোক কোন না কোন গুনাহর মধ্যেও জড়িয়ে পড়ি বা পড়ে। কিন্তু পীরের কাছে মুরীদ হওয়ার জন্য পীরের দোওয়ার বরকতে তথা

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁর সম্মানার্থে আল্লাহ্পাক গুনাহ খাতা থেকে মুক্তি দান করেন।

দ্বারাশিকো আরো বলেন মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) বলেছেন যে, কেয়ামতের দিনে দেখা যাবে যে, একজন গুনাহ্গার ব্যক্তি যার আমলনাময় কোনও পূণ্যের কাজই লিখিত থাকবে না তখন সে নিজের নাজাত বা মুক্তির জন্য, মাগফিরাত বা ক্ষমা লাভের জন্য ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্পাক তাকে জিজ্ঞেস করবেন, ' তোমার এলাকায় আমার এক নাম করা ওলী থাকতো তাঁকে কি তুমি চিনতে ? ' এর উত্তরে ঐ গুনাহ্গার ব্যক্তি খুব উৎফুল্লের সঙ্গে বলবে, 'হ্যাঁ, তাঁকে আমি চিনতাম এবং খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতাম। ' এই কথা শোনার পর আল্লাহ্পাক ঐ ব্যক্তিকে বলবেন, 'যাও আমি তোমাকে তাঁর খাতিরে মাফ করে দিলাম। '

পবিত্র হাদীস থেকে যখন এই সত্য প্রকাশ পেল যখন কোন পীরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা রাখার কারণে তথা পীর সেলসেলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার বা কোন পীরের হাতে হাত দিয়ে বাইয়াত বা মুরীদ হওয়ার কারণে মুক্তি লাভ করা যায় বা নাজাত ও মাগফিরাত পাওয়া যায়, সেই কারণে লোকেরা এবং আমিও (দ্বারা) পীর সেলসেলার সঙ্গে সংযুক্ত থেকেছেন বা থেকেছি এবং হযরত মিয়া মীর (রহঃ) এঁর কাছে মুরীদ হয়েছি। আমার দৃঢ় প্রত্যয় আছে যে, এই মুরীদ বা বাইয়াতহওয়ার কারণে আমি উভয় জগতে সৌভাগ্য লাভ করতে পারবো এবং আল্লাহ্তালা আমাকে মাফ করে দেবেন।

শাহ্জাদা দ্বারাশিকোর কথা শেষ হলো। এক্ষণে এ প্রসঙ্গে আমার একটা হাদীসের কথা মনে পড়ছে – আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ বলেছেন, 'এক সময় হুজুর (দঃ) এঁর সম্মুখে একজন লোক উপস্থিত হলেন, এবং বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ্ এক ব্যক্তি এক নেককার বা পূণ্যবান লোককে তাঁর নেক কাজের জন্য ভালোবাসেন। কিন্তু তিনি ঐ পূণ্যবান ব্যক্তির ন্যায় নিজে কোনও পূণ্যের কাজ করেন না , করতে পারেন না। '

হুজুর (দঃ) এই কথা শুনে বললেন, ' কোনও ব্যাপার না, ঐ গুনাহগার বা পাপী ব্যক্তিটি ঐ পূণ্যবান ব্যক্তির সঙ্গে বেহেস্তে থাকবে ।'

এক্ষনে এই হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আমল থেকে সোহবত অর্থাৎ কর্ম থেকে সঙ্গ অধিক মূল্যবান। আর এই কারণেই আমরা বুঝতে পারি যে, পীর মুর্শীদগণের সঙ্গ লাভের জন্য বাইয়াত হওয়া বা মুরীদ হওয়া এবং তাদের খেদমতে থাকা একান্ত দরকার এবং তাই মুরীদদের প্রতি মুর্শীদরা সেইরূপই আদেশ বা নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পীর ও মুর্শীদ প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি সুপ্রসিদ্ধ উক্তি —

(১) 'মান মাতা ওয়ালাম ফি ওনুকেহী বায়তাতান ফা মাতা মাই-তাতান জাহেলিয়াতান।'

—আল হাদীস

অর্থাৎ —' যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে কারও কাছে 'বাইয়াত' হয়নি, তাহলে সে 'জাহেলিয়াতে'র মৃত্যুবরণ করলো।'

(২) 'মান আরাদা আঁই ইয়াজলেসা মা'আল্লাহো ফাল ইয়াজলিস মায়া আহলিত তাসউফে।'

—আল হাদীস

অর্থাৎ —' যে ব্যক্তি আল্লার সঙ্গে বসার ইচ্ছা করে, সে যেন তাসাউফপন্থী সুফীর সঙ্গে বসে।'

(৩) 'মান তাশাব্বাহা বে কাওমিন ফা-হুয়া-মিনহুম।'

—আল হাদীস

অর্থাৎ —' যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হবে' (পরকালে)।

(৪) 'মান আদা লে আউলিয়া-ঈ ফা আযান তহু বিল হারবে।'

—আল হাদীস

অর্থাৎ —' যে ব্যক্তি আমার আউলিয়ার সঙ্গে দুষমনি করে তাকে বলে দাও সে যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকে।'

(৫) 'ইনদাহু যিকরিস সালেহীনা তানযিলুর রাহমাহ।'

—আল হাদীস

অর্থাৎ —' যেখানে সালেহীনদের কথা আলোচিত হয় সেখানে আল্লার অনুগ্রহ বর্ষিত হতে থাকে।'

(৬) 'আল মারয়ো মাআ মান আহাব্বা।'

—আল হাদীস

অর্থাৎ —' যে যাকে ভালোবাসে সে তারই সাথে থাকবে' (পরকালে)।

(৭) ' ওয়ামা ইয়াযালো আবদি ইয়াতাকার রাবো এলাইয়া বিন

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাওয়াফেলে হাত্তা আহবাবতোহু ফা এযা আহবাবতোহু ফা কুনতো সাময়াহুল লাযী ইয়াস মানুবেহী, ওয়াবাসারাহুল লাযী ইয়ুবসেরুবেহী, ওয়া ইয়াদাহুল লাতি ইয়াবতেশো বেহা, ওয়া রেজালাহুল লাতি ইয়ামশী বেহা, ওয়া ইনসা – আলানী লা উতিয়ান নাহু ।'

— আল হাদীস

অর্থাৎ — ' আমার কোন বান্দা যখন নফল এবাদতের সাহায্যে আমার নৈকট্য লাভ করে তখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি, আর যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, আমি তার পায়ে আপন শক্তি দান করি যা দিয়ে সে চলে, আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায় আমি অবশ্যই তাকে তা দিই ।'

(৮) 'আশশায়খো ফি কাওমেহি কাননবীয়ে ফি উম্মাতেহী '

— আল হাদীস

অর্থাৎ — ' জাতির মধ্যে পীর এমন, যেমন উম্মতের মধ্যে নবী ।'

(৯) ' কবুরিস সালেহীনা রিয়াজুম মিনাল জান্নাহ । '

— আল হাদীস

অর্থাৎ — ' আউলিয়াগণের সমাধিক্ষেত্র জান্নাতের বাগান ।'

(১০) ' আলমুজাহেদো মান জাহাদ ফি নাফসেহী ।'

— আল হাদীস

অর্থাৎ — ' মুজাহিদ সে যে নফসের সঙ্গে জেহাদ করে ।'

(১১) 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাববাহু ।'

— আল হাদীস

অর্থাৎ — ' যে নিজেকে চিনলো সে আল্লাকে চিনলো ।'

(১২) ' হর ওলীরা নূহে কাস্তি বা সানাস
মোহবতেইঁ খালকেরা তুফাঁ শানাস ।' — মাওলানা রুমী

অর্থাৎ — ' প্রত্যেক ওলীকে নূহ (আঃ) - এঁর নৌকো জেনো এবং এই পৃথিবীর সাহচর্য্যকে তুফান মনে কোরো।'

(১৩) 'চশমে রওশন কুন যে খাকে আউলিয়া
তা বা বিনি যে ইবতেদা ও ইনতেহা ।' — মাওলানা রুমী

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ — ' চোখ আলোকিত কর আউলিয়াদের মাটি দিয়ে তাতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবে। '

(১৪) 'ইয়াক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া
বেহেতর আয সদসালা তাআতে বেরীয়া। '
— মাওলানা রূমী

অর্থাৎ — ' এক মুহূর্ত আউলিয়ার সঙ্গে বাস করা একশত বছরের বিশুদ্ধ এবাদত হতেও শ্রেষ্ঠ। '

(১৫) ' সোহবতে সালেহ তোরা সালেহ কুনাদ
সোহবতে তালেহ তোরা তালেহ্ কুনাদ । ' — মাওলানা রূমী

অর্থাৎ — ' সৎ সঙ্গে থাকলে সৎ হবে এবং অসৎ সঙ্গে থাকলে অসৎ হবে। '

(১৬) ' পীরে কামেল সুরাতে জিল্লে ইলাহ্
দিদায়ে পীর দিদায়ে কিবরিয়া। ' — মাওলানা রূমী

অর্থাৎ — ' পীরে কামেলের চেহারাই ইলাহির ছায়া, পীরকে দেখাই খোদার দর্শন।'

(১৭) ' চিশত্ কাফের গাফেল আজ ঈমানে শেখ
চিশত্ মুরাদা গাফেল আজজানে শেখ। ' — মাওলানা রূমী

অর্থাৎ — ' কাফের সে যে, পীরের ঈমান হতে গাফেল এবং মৃত সে যে পীরের জীবন হতে গাফেল। '

(১৮) ' হরকে খাহাদ হাম নশিনী বা খোদা
উনসিনদ দর হুজুরে আউলিয়া। ' — মাওলানা রূমী

অর্থাৎ — ' যে ব্যক্তি খোদার সঙ্গে বসতে চায় সে যেন ওলির সঙ্গে বসে। '

(১৯) ' হরকে শুবী দূর আয্ হুজুরে আউলিয়া
দর হকিকৎ গশতায়ী দূর আয্ খোদা। ' — মাওলানা রূমী

অর্থাৎ — ' যে ব্যক্তি ওলিদের সংস্রব হতে দূরে সরে গেল সে প্রকৃত পক্ষে আল্লারই সংস্রব হতে দূরে সরে গেল। '

(২০) ' যার পীর নাই তার পীর শয়তান। ' — কাওলুস সুফিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

● আমাদের বিশেষ কয়েকটি পুস্তকের তালিকা ●

১। হজরত সৈয়দ শাহ্ আবদুল্লাহ কেরমানী ঃ- ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড
২। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পীর
৩। গৌড় পাণ্ডুয়ার পাঁচ পীরের ইতিহাস
ক) হজরত পীরানে-পীর আখী সিরাজ (রঃ)
খ) হজরত মখদূম আলাউল হক পাণ্ডুয়ী (রঃ)
গ) হজরত নূর কুতবে আলম (রঃ)
ঘ) হজরত মখদূম জাহেদ বন্দেগী (রঃ)
ঙ) হজরত কাজি শায়েখ সিরাজুদ্দীন (রঃ)
৪। হজরত শাহ্ জালালউদ্দীন তাবরেজী (রঃ)
৫। ইলমে তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব
৬। পীর মুর্শীদ তত্ত্বকথা এবং সূফী মত ও পথ
৭। সূফী ও সাধনা
৮। নবী বংশের উপর জুলুম
৯। আহলে বায়েত বা নবী পরিবার
১০। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এবং ইসলাম ও মুসলিম
১১। ঐতিহাসিক মহরম ও অভিশপ্ত কারবালা
১২। আনিসুল আরওয়াহ
১৩। মুরীদের ১ম পাঠ ও শাজারাহ্ শরীফ
১৪। মুরীদের আচরণ বিধি
১৫। ওয়াযিফাহ্ - ওয়াযায়েফ
১৬। ফাতেহার নিয়ম
১৭। প্রতিবাদ
১৮। ভবিষ্যদ্বানী
১৯। বাপ-মায়ের প্রতি সন্তানের কর্তব্য
২০। ইসলামে সঙ্গীতের স্থান
২১। ইসলামী উৎসব
২২। জীবন সাথী
২৩। ন্যায় ও সত্যের সন্ধানে এবং অন্যায় ও অসত্যের নিরসনে
(হজরত আলী বনাম আমীর মাবিয়া) – মুদ্রিত হয় নি।
২৪। চিশতীয়া পীর মুর্শীদগণের পরিচয় ও আধ্যাত্মিক জীবন
২৫। হজরত কেরমানী ও খুষ্টিগিরী দরগাহ্ শরিফ (সংক্ষিপ্তাকার)